● বর্ষ ২০১৮
● সংখ্যা ০৩
● জুলাই- সেপ্টেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৭ বছর

হাটহাজারীতে মাননীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী

ভিক্ষুকদের পুনর্বাসিত করা জরুরী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন, ঘাসফুল ভিক্ষুকদের কর্মক্ষম করে দিক নির্দেশনা দিয়ে উদ্যমী সদস্য হিসেবে মূল স্রোতে প্রতিষ্ঠিত করছে। আবার শিক্ষা ক্ষেত্রে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ঘাসফুলের আর্থিক সহায়তাসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ সার্বিক উন্নয়নে যে ভূমিকা রাখছে তা অসাধারণ। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি ঘাসফুলকে অনুরোধ জানান। অনুষ্ঠানের সভাপতি পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাবেক মুখ্যসচিব মো. আবদুল করিম বলেন, হাটহাজারী উপজেলার মেখল, গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নসহ যে ৪টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে, আগামীতে সেখানে কোনো মানুষ দরিদ্র থাকবে না। ভবিষ্যতে সমগ্র উপজেলাকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হবে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা করা হবে। তিনি এই আয়োজনে অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। গত ১১ আগস্ট শনিবার বিকাল ৩.০০ টায় চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের বাস্তবায়নে বৃত্তিপ্রাপ্ত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের চেক হস্তান্তর এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি এবং PACE প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় ও সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি বলেন কর্মসূচির আওতায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ৩৮ জন মেধাবী শিক্ষার্থী, বয়স্ক ভাতা পাওয়া ২০০ জন প্রবীণ ও উন্নত জাতের বিভিন্ন ফলদ গাছ পাওয়া উপকারভোগীসহ সকল মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘাসফুল কাজ করছে। আগামীতে এ ধারা অব্যাহত রাখতে তিনি পিকেএসএফসহ সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কামনা করেন। উল্লেখ্য বৃত্তিপ্রাপ্ত ৩৮ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩২ জনকে বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন ⇨

ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চারাগাছ বিতরণ

প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহতভাবে কাজ করে আসছে। গত ২২ জুলাই বাংলাদেশ বৃটিশ-আমেরিকান ট্যোবাকো কোম্পানীর সহায়তায় প্রতিবছরের মতো এবারও ঘাসফুল এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম নগরীর কাট্টলী, হালিশহর এলাকা এবং পটিয়া উপজেলার ৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন জাতের পাঁচহাজার চারাগাছ বিতরণ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে রয়েছে; কাট্টলী এলাকার বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়, কোয়াড পি. ব্লক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফিরোজশাহ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর কাট্টলী সিটি কর্পোশেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, নেছারিয়া কামিল মদ্রাসা, বিশ্বাসপাড়া সরকারি প্রাথমিক বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন ⇨

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যুরো চট্টগ্রাম বিভাগ এর মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ

জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রাম বিভাগ এর আয়োজনে গত ১১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামস্থ ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঁচ দিনব্যাপী মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের (৬৪ জেলা) মাস্টার ট্রেইনার (TOT) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় চট্টগ্রামের জেলা পর্যায়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি এবং সরকারি প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী পর্বে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রাম এর সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন, প্রধান অতিথি ছিলেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম এর সহকারী পরিচালক কাজী নিয়ামত উল্লাহ। প্রশিক্ষণে ২৩জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চারাগাছ....

১ম পৃষ্ঠা পর

বিদ্যালয়, হালিশহর এলাকার দক্ষিণ কাট্টলী বাসন্তী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাসন্তী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ডাঃ ফজলুল হাজেরা ডিগ্রী কলেজ, দক্ষিণ কাট্টলী প্রাণহরী সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়, হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, আই ব্লক তাহফিযুল কোরআন মহিলা মাদ্রাসা, গরীবে নেওয়াজ উচ্চ বিদ্যালয়, সরাইপাড়া সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়, পটিয়া উপজেলায় ঘাসফুল পরিচালিত ইছানগর, চরলক্ষ্যা, থানা মহিরা, কোলাগাঁও, দক্ষিণ বাণীগ্রাম, উত্তর বাণীগ্রাম, বুধপুরা, হরিণখাইন, সাততেতৈয়া, নলান্ধা, মনসা, উত্তর সাইদার, পশ্চিম লাখেরা, কুসুমপুরা, দ্বীপকালারমোড়ল, শিকলবাহা ও উত্তর লাখেরা এলাকার মোট ৩০টি ইএসপি স্কুল। ৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চারা বিতরণকালে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে কাট্টলী ও হালিশহর এলাকায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের ব্যবস্থাপক তাঈম-উল-আলম, উপ-ব্যবস্থাপক নাজমুল হাসান পাটোয়ারী, শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ সরফরাজ চৌধুরী ও প্রিয়তোষ আইচ এবং পটিয়া উপজেলায় ছিলেন এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম (ইএসপি) এর প্রোগ্রাম অর্গানাইজার কামরুন নাহার ও মোঃ আলী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক/শিক্ষিকার উপস্থিতিতে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকগণ চারাগুলো গ্রহণ করেন।

ভিক্ষুকদের পুনর্বাসিত করা জরুরী

১ম পৃষ্ঠা পর

পিকেএসএফ এবং ৬ জনকে ঘাসফুলের নিজস্ব তহবিল থেকে জনপ্রতি বার হাজার টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়। ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার উননেছা শিউলী, গুমান মর্দন ইউপি চেয়ারম্যান মো: মজিবুর রহমান ও মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মো: সালাহ উদ্দিন চৌধুরী। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পক্ষে বক্তব্য দেন উম্মে হাবিবা তাজফি, তাবাসুন তিবরিজী, প্রবীণদের পক্ষে আবদুল ওয়াদুদ, PACE প্রকল্পের ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষীদের পক্ষে মো. আলাউদ্দিন, মরিচ চাষি ফজলুল হক, উন্নত ফল উৎপাদনকারী রফিক হাসান প্রমুখ। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এর প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, ক্ষুদ্রঋণ ও আর্থিক অর্ন্তভুক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, ব্যবস্থাপক (কৃষি) মোহাম্মদ সেলিম, সমৃদ্ধি প্রকল্পের মেখল ও গুমান মর্দন ইউনিয়নের সমন্বয়কারী মো. নাছির উদ্দিন ও মোহাম্মদ আরিফ প্রমুখ।

শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র

দীর্ঘ তিন দশকের বেশী সময় ধরে ঘাসফুল চট্টগ্রাম নগরীর পূর্ব মাদারবাড়ী সেবক কলোনীতে হরিজন সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও তাদের সন্তানদের শিক্ষা ও মানসিক বিকাশে কাজ করছে। সেবক কলোনীর প্রাচীন বিদ্যাপিঠ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আঁকা, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবক সভা এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হচ্ছে। গত তিনমাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর'১৮) শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯৭%। এছাড়া গত ০৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালী ও আলোচনাসভায় ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ৯জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

বাণিজ্যিক চাষাবাদে আগ্রহী কৃষক মো: এবাদুল হক

মো: মাহিদুল ইসলাম

মো: এবাদুল হক মোজাফ্ফরপুর গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। মোজাফ্ফরপুর গ্রাম চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে অবস্থিত একটি নিভৃত গ্রাম। ওই গ্রামের মুরাদ সিকদার বাড়ির মৃত মোঃ বদিউল হকের পুত্র এবাদুল হকের, বর্তমান পেশা কৃষি। তিনি দীর্ঘ ২৬ বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতে কাজ করেছেন। নানা কারণে তিনি পরিবারকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারেননি। অন্যদিকে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিও তিনি। দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকেও পরিবারে সচ্ছলতা আনতে না পেরে ২০০৫ সালে হতাশা নিয়ে দেশে চলে আসেন। বর্তমানে তার বয়স ৪৮ বছর। পরিবারে এক মেয়ে দুই ছেলে, স্ত্রী ও মাকে নিয়ে তার সংসার। বিদেশ ফেরত এবাদুল দেশে ফিরে জীবন জীবিকার বিভিন্ন উপায় তালাশ করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন কৃষি কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করবেন। যদিও তার নিজের চাষযোগ্য জমির পরিমান মাত্র চার শতাংশ। তিনি প্রতিবেশির কাছ থেকে আরো ষাট শতাংশ জমি বর্গা নিয়ে ধান, সবজি, মরিচসহ বিভিন্ন প্রকার ফসলের চাষাবাদ শুরু করেন। চাষাবাদে এসে এবাদুল উপলব্দি করলেন সংসারে সচ্ছলতা আনতে তাকে কম জমিতে বেশী ফলন নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিকাজে আধুনিক জ্ঞান না থাকায় ভাল ফসল ফলানো যেতো না। ফলে চাষাবাদের খরচ বাদ দিয়ে তেমন লাভ হচ্ছিল না। বিদেশ ফেরত এবাদুলের সংসারের খরচ চালানো অনেকটা কঠিন হয়ে পড়ছিল। টাকার অভাবে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারতেন না, অসুখ হলে ভালোভাবে চিকিৎসা করাতে পারতেন না। অভাবের সংসারে সবসময় রোগ বালাইয়ের পাশাপাশি দুঃখ-দুর্দশা লেগে থাকতো। এমন এক পরিস্থিতিতে এবাদুল যখন ভাবছেন কৃষিকাজে তিনি থাকবেন নাকি পেশা পরিবর্তন করবেন-ঠিক ওই প্রেক্ষাপটে তার সাথে ঘাসফুল

বাস্তবায়নাধীন PACE প্রকল্পের কর্মীদের যোগাযোগ ঘটে। নিরাপদ সবজি উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ উন্নয়নে ঘাসফুল হাটহাজারীতে IFAD এর অর্থায়নে, PKSF এর সহযোগীতায় PACE প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। PACE প্রকল্প এর পূর্ণনাম হলো; "নিরাপদ সবজি ও মসলা জাতীয় ফসলের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্প। এবাদুল "নিরাপদ সবজি ও মসলা জাতীয় ফসলের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়ে হাটহাজারীর মিষ্টি লাল মরিচ ও নিরাপদ উপায়ে সবজি আবাদে আগ্রহী হন। ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন PACE প্রকল্পের কৃষিবিদদের উৎসাহে তিনি তখন দশ শতাংশের এক খন্ড জমিতে হাটহাজারীর মিষ্টি লাল মরিচ চাষাবাদ শুরু করেন। প্রকল্পের উন্নয়নমূখী কার্যক্রমের আওতায় এবাদুল বিশেষজ্ঞের পরামর্শে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, জৈবসার ও সুষম সার ব্যবহার নিশ্চিত করেন এবং এতে তার উৎপাদন খরচ কমে আসে, ফলে পূর্বের তুলনায় আয় বেশি হয়। গতবছর তার ছোট পরিসরে মরিচ চাষে স্বল্প সময়ে সাড়ে দশ হাজার টাকা লাভ হয়। মোঃ এবাদুল হক বলেন, ঘাসফুল হাটহাজারীর মিষ্টি লাল মরিচ চাষবাদের পাশাপাশি নিরাপদ উপায়ে সবজি চাষাবাদেরও সবধরনের পরামর্শ এবং সহযোগীতা প্রদান করছে। তারা জমি তৈরি, জৈবসার, কেঁচোসার, (কুইক কম্পোস্ট) তৈরি এবং ব্যবহার, বীজ বপন, চারা রোপন প্রভৃতি বিষয়গুলো হাতে কলমে শিখিয়েছে। তিনি আরো বলেন হাটহাজারীর মিষ্টি লাল মরিচের কদর এবং বাজার মূল্য ভাল থাকাতে অপেক্ষাকৃত লাভও বেশী হচ্ছে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে কৃষিতে ফিরে আসা এবাদুলের উপলব্ধি হলো, উন্নত প্রযুক্তির চাষাবাদ ও কৌশল না জানার কারনে তিনি আগের চাষাবাদে তেমন লাভবান হতে পারেননি। উন্নত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে আরো ভালোভাবে চাষাবাদ করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বিশ্বাস করেন উন্নত প্রযুক্তিতে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ করলে প্রতিটি কৃষকের পক্ষে নিজের সংসারের চাহিদা মিটিয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়া সম্ভব।

লেখক পরিচিতি
সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার
PACE PROJECT (TECNOLOGY)
ঘাসফুল

PACE Tecnology প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের নাম, স্থান ও সময়

প্রশিক্ষণের বিষয় ও স্থান	সময়কাল ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষকের নাম
ভাসমান পদ্ধতিতে নিরাপদ সবজি চাষাবাদের উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ মেখল শাখা কার্যালয়, হাটহাজারী	২৬ জুলাই পুরুষ- ২০ জন মহিলা- ৪ জন মোট- ২৪ জন	ড. মো: মোক্তাদির আলম, উদ্ধর্তন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিষ্টিটিউট, হাটহাজারী, আঞ্চলিক কার্যালয়, কৃষিবিদ মো: বোরহান উদ্দিন প্রকল্প সমন্বয়কারী (ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলেটেটর) - PACE PROJECT, মো: মাহিদুল ইসলাম সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার PACE PROJECT (TECNOLOGY)

পরিকল্পিত পরিবার, সুরক্ষিত মানবাধিকার

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৮ উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা ও বিভাগীয় পরিবার-পরিকল্পনা কার্যালয় এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে গত ১১জুলাই এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী, আলোচনাসভা ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'পরিকল্পিত পরিবার, সুরক্ষিত মানবাধিকার'। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে এদিন সকাল ৯.৩০টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস থেকে র‍্যালী শুরু হয় এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা পরিচালক ও যুগ্ম-সচিব মুহাম্মদ নুরুল আলম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) ও যুগ্ম সচিব নুরুল আলম নেজামী, বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাশহুদুল কবীর, চট্টগ্রাম পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. আবুল কাশেম ও চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডাঃ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে।

"সাক্ষরতা অর্জন করি - দক্ষ হয়ে জীবন গড়ি"

গত ০৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৮ পালিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সাক্ষরতা অর্জন করি - দক্ষ হয়ে জীবন গড়ি"। চট্টগ্রাম নগরীতে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে সকাল ৯টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য র‍্যালীটি উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ হাবিবুর রহমান। র‍্যালীটি ওয়াসা মোড় হয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে এসে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ আমিরুল কায়ছার, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ হাবিবুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-চট্টগ্রাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ দেলোয়ার হোসেন, চট্টগ্রাম সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হৃষীকেশ শীল, সহকারী মাধ্যমিক জেলা শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম ও মন্দির ভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমের সহকারী পরিচালক রিঙ্কু শর্মা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন- জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্য বলেন, দেশে শিক্ষার শতভাগ উন্নয়নে সরকার কাজ করছে, দেশের উন্নয়নে কারিগরি ও কর্মমূখী শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও চট্টগ্রামে কর্মরত অন্যান্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে।

উত্তম আইনের সঠিক প্রয়াস টেকসই উন্নয়নে মুক্ত সমাজ

উত্তম আইনের সঠিক প্রয়াস টেকসই উন্নয়নে মুক্ত সমাজ-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও চট্টগ্রামে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ পালিত হয়। এ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস থেকে শুরু হয়ে ইস্পাহানি ও লালখান বাজার মোড় ঘুরে আবার সার্কিট হাউসে এসে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. হাবিবুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডাঃ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাশহুদুল কবির, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. দেলোয়ার হোসেন, তথ্য অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. সাঈদ হোসেন। এছাড়াও আলোচনা সভায় বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়ন সংস্থা প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ঘাসফুল প্রতিবারের মতো এবারো অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে।

সম্পাদকীয়

সুন্দর পৃথিবী গড়তে প্রয়োজন সুন্দর ও মানবিক যুব সমাজ

১২ আগস্ট ছিল আর্ন্তজাতিক যুব দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য "সেইফ স্পেস ফর ইয়ুথ", - যার অর্থ দাঁড়ায় যুব নিরাপদ স্থান বা যুব সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপদ পরিসর। যুব সমাজ মানেই পৃথিবীর যৌবন। মূলত: গোটা পৃথিবীর ধ্যান, ধরণ, ফ্যাশন সবকিছুই ধারণ করে থাকে সমকালীন যুব সমাজ। অন্যদিকে এভাবেও বলা যায়; বিশ্ব যুব সমাজের অবস্থান, ধ্যান-ধারণা, মানসিকতা কিংবা গতি প্রকৃতির উপর নির্ভর করেও মানদণ্ড দাঁড় করানো যায় সমকালীন পৃথিবীটা কতোটা মানবিক কিংবা অমানবিক। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যুবদের মনন মানসিকতা, ধ্যান ধারণাগুলো তৈরি করতে অগ্রজদের একটা ভূমিকা থাকে। অগ্রজরা চাইলে বর্তমান এবং অনাগত যুবদের জন্য একটি সুস্থ ও নিরাপদ জমিন তৈরি করে যেতে পারে, যেখানে যুবরা ভেদাভেদ ভুলে বিশ্বনাগরিক হিসেবে বিশ্বব্যাপি সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের মাধ্যমে একটি মানবিক, ক্ষুধা ও অপরাধমুক্ত সাম্যবাদের বিশ্ব গড়ে তুলতে পারে। এখানে নিরাপদ পরিসর বলতে এমন একটি স্থান বা ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে - যেখানে যুবরা মিলিত হবে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও আগ্রহের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে, নিঃসংকোচে নিজেদেরকে প্রকাশ করবে। নিরাপদ পরিসর যুবদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। নিরাপদ নাগরিক পরিসর যুবদের সুশাসন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করে ক্ষমতায়িত করতে পারে। জনপরিসর উন্মুক্ত থাকলে সেখানে যুবদের জন্য খেলাধুলা ও অবসর সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম সংগঠিত করার সুযোগ তৈরি হয়। বর্তমানে ডিজিটাল পরিসর যুব সম্প্রদায়কে ভৌগোলিক ও সামাজিক সীমানা ছাড়িয়ে নানাধরনের যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করছে। পরিকল্পিত অবকাঠামোগত পরিসর বিভিন্ন পর্যায়ের যুব, বিশেষত যারা সহিংসতা ও প্রান্তিকীকরণের শিকার তাদের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রের যুব নারী-পুরুষ, বিশেষত মূলধারার বাইরে যাদের অবস্থান, তাদের সম্মান ও গুণাবলীকে তুলে ধরতে হবে এবং এভাবেই যুবদের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক নিরাপদ পরিসর নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যুবসমাজের জন্য একটি নিরাপদ স্থান বা পরিসর গড়ে তুলতে প্রথমে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এদেশে যুবসমাজের নিরাপদ পরিসর গড়ে তুলতে যে সকল অন্তরায়গুলো দেখা যায় তা হলো; মাদক, অপসংস্কৃতি ও অপরাজনীতি, কর্মসংস্থান সংকট ও বেকারত্ব, সুস্থ বিনোদন, মানসিক বিকাশ, খেলাধূলা ও সুকুমারবৃত্তি চর্চার অভাব, শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, জীবন দক্ষতা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি। এ সকল সংকট ও সমস্যা এমন নয় যে সমাধান করা সম্ভব নয়। আমরা দেখেছি বিশ্বব্যাপি পরিচালিত পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্র, সমাজ এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/সংগঠনে যারা রয়েছে, তারা প্রত্যেকে যৌথভাবে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে আসলে এ সংকট কিংবা সমস্যাগুলো শুধুমাত্র সমাধান নয়, নির্মূল করাও সম্ভব। এজন্য সমাজের প্রতিটি স্তরে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনসহ রাষ্ট্রীয়যন্ত্রের যথার্থ কৌশল নির্ধারণ এবং যথাযথ নির্দেশনার পাশাপাশি কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; মাদক নির্মূলে যেমন সামাজিক উদ্যোগ প্রয়োজন তেমনি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ও কঠোর ব্যবস্থাও প্রয়োজন। বর্তমানে যুব সমাজের জন্য নিরাপদ পরিসর সৃষ্টিতে মাদক, অপসংস্কৃতি ও অপরাজনীতি সবচেয়ে বড় অন্তরায়। এ বিষয়ে ব্যাপক কাজ করার ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন মাদক নির্মূলে যুবসমাজ যাতে মাদকাসক্তিতে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সৃজনশীল, অভিনব কার্যক্রমের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করার পাশাপাশি যারা ইতোমধ্যে জড়িয়ে পড়েছে তাদের নিরাময় এবং যাতে পুনরায় আক্রান্ত না হয় তার জন্য টেকসই পুর্নবাসন প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করা। অপসংস্কৃতি ও অপরাজনীতির ফলে দেশের যুবসমাজ নানারকম অপরাধ ও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে। এখানে যুবসমাজের জন্য সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা চর্চার পাশাপাশি তাদের মানবিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে অপসংস্কৃতি ও অপরাজনীতি রোধে ভূমিকা রাখা সম্ভব। বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান সংকট যুবসমাজের জন্য নিরাপদ পরিসর তৈরিতে আরো একটি বড় অন্তরায়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে যুবসমাজ বেকারত্বে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় দেশ-বিদেশে জনশক্তির চাহিদা নিরূপন করে সে অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরি করে সমগ্র পৃথিবীতে কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি বাংলাদেশের যুবসমাজকে ছাত্রবস্থা থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্ম-সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের কর্মমূখী করে গড়ে তুলতে হবে। এধরণের উদ্যোগের ফলে যুবসমাজের কাজের প্রতি আগ্রহ ও দক্ষতা যাচাই এবং যথার্থ পেশা নির্বাচনে বড় ধরণের সহায়ক হতে পারে। যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্যোক্তা তৈরি একটি বড়ধরণের সমাধান। চাকুরি খুঁজবো না, চাকুরি দেব- যুবদের মাঝে এ মানসিকতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যুগ-উপযোগি কারিগরি প্রশিক্ষণ, সঠিক দিক নির্দেশনা এবং সহজ শর্ত ও সহজলভ্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করা গেলে দেশে ব্যাপক হারে তরুণ উদ্যোক্তা তৈরি সম্ভব। বাংলাদেশের যুবসমাজকে বিশ্ব যুবসমাজের সাথে পরিচিত করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানাধরণের সুযোগ সম্পর্কে ধারণা নিশ্চিত করে প্রতিযোগিতায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলে কর্ম-সুযোগের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে মানবিক যুব সমাজ সৃষ্টিতে যুবসমাজের নেতৃত্ব বিকাশ ও জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যকর ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রয়োজন। যুবসমাজ যে কোন দেশের অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো তাদের জন্য একটি নিরাপদ পরিসর/স্থান গড়ে তোলা - যেখানে স্বাধীনভাবে নিজস্ব স্বকীয়তায়, যোগ্যতাবলে, দুর্নীতিমুক্ত হয়ে সততার সাথে তারা প্রতিষ্ঠিত হবে, মানবিক হবে, সৃজনশীল হবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাপী ভাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য গড়ে তুলবে। বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে প্রচুর কাজ হয়েছে এবং এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতাও রয়েছে। এ সকল অর্জনগুলো টেকসই করতে যুবসমাজের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা আবশ্যক। উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং অর্জিত উন্নয়নকে টেকসই করতে দেশে একটি শক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রয়োজন-যা সামগ্রিক যুব উন্নয়নের মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং বর্তমানে বাংলাদেশের যুবসমাজের উন্নয়নে প্রচলিত যে সকল কার্যক্রম রয়েছে তার সাথে গবেষণালব্দ জ্ঞান ও সৃজনশীল চিন্তাধারা যোগ করে তা আরো সমৃদ্ধ করা জরুরী।

হাটহাজারীর প্রসিদ্ধ মিষ্টি মরিচ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু ও মাটির তারতম্য এবং বীজের কারণে একেক জায়গায় একেক ফসল ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারীর লাল মিষ্টি মরিচ তেমনই একটি উল্লেখযোগ্য ফসল- যা ইতিমধ্যে দেশের গন্ডি পেরিয়ে দেশের বাইরেও পরিচিতি লাভ করেছে। তরকারি রান্নায় স্বাদ, গন্ধ ও রংয়ের কারণে এ বিশেষ মরিচটির সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। বলা

যায় হাটহাজারী লাল মিষ্টি মরিচের রং, ঘ্রাণ ও স্বাদের ভিন্নতার কারণে এটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা অনেকের মতে, মিষ্টি মরিচ বলতে মূলত স্বাদগত মিষ্টি নয়, মরিচটির অসাধারন ঘ্রাণের কারণেই মিষ্টি মরিচ নামে খ্যাতি পেয়েছে। এটি আসলে মিষ্টি ঘ্রাণের কম ঝালযুক্ত মরিচ। এধরণের সু-ঘ্রাণ আর আর্কষণীয় রংয়ের কারণেই মরিচটির স্থানীয়ভাবে, জাতীয় পর্যায়ে তথা দেশের বাইরেও কদর বেড়েছে। জানা যায় বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে হাটহাজারীর ঐতিহ্যবাহী লাল মিষ্টি মরিচের গুড়া। হাটহাজারীর মরিচ দিয়ে রান্না করা তরকারি অত্যন্ত সুস্বাদু হয় এবং দেখতেও সুন্দর হয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায় হাটহাজারীর লাল মিষ্টি মরিচ ব্রিটিশ আমল থেকে গৃহিণী ও রন্ধনশিল্পীদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। স্থানীয় লোকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, হাটজারীর মিষ্টি মরিচের আরেকটি গুণ হলো কাঁচা মরিচ দিয়ে চাটনি/সালাত স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। এ মরিচের রঙ শুকনো অবস্থায় আকর্ষণীয় লাল ও কাঁচা অবস্থায় হলুদাভ সবুজ হয়। আরো একটি কারণে হাটহাজারীর মিষ্টি মরিচ বিখ্যাত তা হলো; দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীর অববাহিকায় চাষ হয় এই মরিচ। এটি অনেক জায়গায় 'হালদা মরিচ' নামেও পরিচিত। যারা ঝাল কম খান তারা এই মরিচ কেনার জন্য সারা বছর অপেক্ষায় থাকেন। স্থানীয় কৃষকেরা জানান হাটহাজারীর বেলে-দোআঁশ মাটি এবং এখানকার জলবায়ুতে এ মরিচের চাষাবাদ হয় বলেই ফলন বেশ ভালো ও গুণাগুণ সম্পন্ন হয়। শুধু হাটহাজারী নয়

বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন ⇨

হাটহাজারীর প্রসিদ্ধ মিষ্টি মরিচ

৫ম পৃষ্ঠার পর

হালদা নদীর অববাহিকায় এ জাতের মরিচ পার্শ্ববর্তী রাউজান ও ফটিকছড়ি উপজেলাতেও চাষাবাদ হয়। রাউজান ও ফটিকছড়ি উপজেলাতে একই বীজের মরিচচাষ হলেও হাটহাজারীর মরিচেরই কদর বেশি। হাটহাজারীর মরিচ কেনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতারা ছুটে আসে। সরেজমিন হাটহাজারী বাজারের মরিচহাটে দেখা যায় অন্যান্য মরিচের তুলনায় হাটহাজারীর মরিচের দাম প্রায় দ্বিগুণ, তবুও গ্রাহকের নিকট এর চাহিদা বেশী। হাটহাজারী সদরের কাছারি সড়কের মাঝামাঝি এলাকায় হাটহাজারীর মরিচ বিক্রি হতো বলে এ জায়গাটি 'মরিচহাটার গলি' নামে খ্যাতি পায়। হাটহাজারী বাজারে প্রতি রোববার ও বৃহস্পতিবার মরিচহাটার গলিতে হাটহাজারীর মরিচ বিক্রি হয়ে থাকে। শীতমৌসুমে বিশেষ করে চট্টগ্রামের মানুষ এ মিষ্টি মরিচের চারা কেনার জন্য অপেক্ষায় থাকেন। মৌসুমের সময় পার্শ্ববর্তী উপজেলা; ফটিকছড়ি, রাউজান, সীতাকুণ্ড, মিরসরাই, বোয়ালখালী, চন্দনাইশ, সাতকানিয়া, বাঁশখালি ও পটিয়া অঞ্চলের চাষিরা মিষ্টি মরিচের বীজ/চারা কিনতে হাটহাজারী বাজারে ভিড় জমান। সাধারণতঃ মরিচটি মধ্যম ঝাল ও পুষ্ট দানা বিশিষ্ট হয়। হাটহাজারী উপজেলার মন্দাকিনী, ছিপাতলী, নাঙ্গলমোড়া, মার্দাশা, মেখল, গুমান মর্দন, গড়দুয়ারা, পৌরসভার মোহাম্মদপুর, আলমপুর, চন্দ্রপুর ও চারিয়ায় এ মরিচের ব্যাপক চাষাবাদ হয়ে থাকে। বর্তমানে হাটহাজারী উপজেলায় প্রায় হাজারের বেশি চাষি মরিচ চাষাবাদের সাথে সম্পৃক্ত। সাধারণতঃ দেখা যায় অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে এ মরিচ রোপণ করা হয় এবং ৯০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে ফলন পাওয়া যায়। এখানকার মরিচ গাছে গোড়াপচন রোগ না হলে খুবই ভালো ফলন হয়ে থাকে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, হাটহাজারী এলাকায় গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২১৫ হেক্টর জমিতে মরিচের চাষাবাদ হয় ২৫৮ মেট্রিক টন এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৮০ হেক্টরে উৎপাদন হয় ২১৬ মেট্রিক টন। আমরা জানি সাধারণতঃ দোআঁশ মাটি মরিচ চাষের জন্য উত্তম। বর্তমানে প্রযুক্তির মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা গেলে মরিচচাষ সারা বছরই করা যায়। চারার বয়স ৪৫ থেকে ৬০ দিন হলে ফুল আসে এবং পরবর্তী ৬০ দিন পর মরিচ সংগ্রহ করা যায়। এখানকার কৃষক যুগ যুগ ধরে এতদাঞ্চলের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দেশীয় পদ্ধতিতে মিষ্টি মরিচের চাষাবাদ ও বীজ সংরক্ষণ করে আসছিল। মৌসুম শেষে তারা শেষ 'জো' এর মরিচটি ভালভাবে গাছপাকা করে বীজের জন্য আলাদা করে রাখতেন। অগ্রহায়নের শুরুতে কিংবা আশ্বিন মাসে বৃষ্টি কমে আসলে উঁচু জায়গায় বীজতলায় চারা জাগানো হয়। বীজতলা থেকে হৃষ্টপুষ্ট দেখে চারা তুলে আঁটি বেঁধে নেয়া হয় জমিনে কিংবা বাজারে। এ সকল চারা স্থানীয় কৃষেকরা নিজেরা চাষ করেন এবং আশ-পাশ উপজেলার কৃষকদের কাছেও বিক্রি করেন। মাঝখানে উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিডের আগ্রাসন, অধিক মুনাফার হাতছানি এবং স্থানীয়দের অসচেতনতার কারণে একসময় এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় মরিচ হারিয়ে যেতে বসে। এছাড়াও চাষাবাদে ব্যয়বৃদ্ধি এবং আবাদি জমির সংকটের কারণেও অনেক কৃষক মরিচচাষে আগ্রহ হারাতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষিব্যবস্থার প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে সনাতন চাষাবাদ ব্যবস্থায় নতুন সমস্যার উদ্ভব, কৃষকের অজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব এবং অতিরিক্ত ক্ষতিকর কীটনাশক

ব্যবহারের ফলে আশাব্যঞ্জক ফলন বাধাগ্রস্থ হয়। এছাড়াও বর্তমান প্রচলিত বাজার ব্যবস্থায় দেখা যায় ফড়িয়াদের উৎপাতসহ নানা অনিয়ম ও বিভিন্ন ধরণের বাধার কারণে কৃষকেরা সঠিক মূল্য না পেয়ে লোকসান গুনে থাকে। যার ফলে কৃষকেরা শ্রমের সঠিক মূল্য না পেয়ে জীবিকা সংকটে পড়ে এবং ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি মরিচচাষে ক্রমশ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এধরণের সংকটময় পরিস্থিতিতে স্বাদে-গুনে অনন্য এ বিশেষ মসলা জাতীয় ফসলটি অস্তিত্ব হারাতে বসে। পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল ২০১৭ সালে জুলাই মাস থেকে হাটহাজারীতে "নিরাপদ সবজি ও মসলা জাতীয় ফসলের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিকরণ" বিষয়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি স্থানীয় লাল মিষ্টি মরিচ চাষাবাদ ও উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রকল্পটির আওতায় কৃষকদের ক্লাস্টারভিত্তিক পরিকল্পিত উপায়ে বাণিজ্যিকভাবে নিরাপদ সবজি ও মসলা জাতীয় ফসলচাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট তিন হাজার কৃষককে নিরাপদ সবজি ও মসলা জাতীয় ফসলচাষে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন সমস্যার প্রযুক্তিগত ও বাস্তবভিত্তিক সমাধানের কাজ চলমান রয়েছে। ভ্যালু-চেইন উপ-প্রকল্পটিতে উৎপাদিত হাটহাজারী লাল মিষ্টি মরিচকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংরক্ষণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপননের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কার্যক্রম সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, এ প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে স্থানীয় কৃষকদের নিরাপদ উপায়ে মরিচের অধিক উৎপাদন, ভাসমান পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ, উপযুক্ত/বৈজ্ঞানিক উপায়ে বীজ সংরক্ষণ, রোগমুক্ত চারা উৎপাদন, ফসলের প্রযুক্তিনির্ভর পরামর্শ এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত-করণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, স্থানীয় কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জনপ্রিয় হাটহাজারী মিষ্টি মরিচকে জাতীয়ভাবে পরিচিত করে তুলতে ইতিমধ্যে ভিডিও ডুকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে, দেশ-বিদেশের যে কোন প্রান্তে অনলাইনে মরিচ ক্রয়ের চাহিদা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাজারজাতকরণ প্রকল্পের সহায়তায় স্থানীয় ভাবে আধুনিক উপায়ে মরিচের গুড়া তৈরিসহ প্যাকেটজাতকরণ, গুদাম-জাতকরণ এবং সহজ ও সুলভমূল্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপকভাবে সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আশা করা যায় মরিচের এই জনপ্রিয় জাতটি দেশে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। এতে করে স্থানীয় মরিচটি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে, কৃষকেরা ন্যায্যমূল্য পেয়ে লাভবান হবে, দেশে ভেজাল মুক্ত ও নিরাপদ একটি পণ্য পাওয়া যাবে, এমনকি এ ব্যবসাকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্য থেকে ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। ঘাসফুল শুধু স্থানীয় লাল মিষ্টি মরিচ নয় এলাকায় নিরাপদ সবজি উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণেও নানারকম সৃজনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। হাটহাজারী উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা জনাব শেখ আব্দুল্লাহ ওয়াহেদ বলেন, "হাটহাজারীর লাল মিষ্টি মরিচ নিঃসন্দেহে একটি গুণাগুণসম্পন্ন ভাল মরিচ। মরিচের গুড়া করলে কেজিতে ৮০০-৮৫০ গ্রাম গুড়া পাওয়া যায় যা অন্যান্য মরিচের তুলনা ১০০-১৫০ গ্রাম বেশি। ব্যাপক পরিসরে বাজারজাত সম্ভব হলে মরিচটির সম্ভাবনা অনেক। আমরা চেষ্টা করছি এ মরিচের ঐতিহ্য ধরে রাখতে। তার জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি। এক্ষত্রে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। গত এক বছর ধরে ঘাসফুল PACE প্রকল্পের আওতায় যেসব কর্মসুচি হাতে নিয়েছে-তা প্রসংশনীয়। আমি তাদের কর্মকান্ডের সাথে নিজেও সম্পৃক্ত আছি। আশা করছি, তাদের চলমান কর্মকান্ড অব্যাহত থাকলে হাটহাজারীর লাল মিষ্টি মরিচ যথাযথ মর্যাদা ফিরে পাবে। ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন PACE প্রকল্পের সমন্বয়কারী কৃষিবিদ মোঃ বোরহান উদ্দিন জানান, "আগামীতে প্রকল্পের কর্মকান্ডে এধরণের উদ্যোগের মাধ্যমে মিষ্টি মরিচ বাজারজাতের পাশাপাশি হলুদ, গোলমরিচ, ধনিয়া, জিরা এবং ড্রাগন ফল, অ্যাভোকাডো, হাইব্রিড নারিকেল এবং কফিও অর্ন্তভুক্ত করা হবে। বাজারজাতকরণের

বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

হাটহাজারীর প্রসিদ্ধ মিষ্টি মরিচ

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে এসব কৃষি পণ্যের কালেকশান সেন্টার স্থাপন এবং সুবিধাজনক বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্প কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের মতামত অনুযায়ী আশা করা যায় এ সকল উদ্যোগ গুলোর মাধ্যমে হাটহাজারী মিষ্টি মরিচের গুড়া ভবিষ্যতে একটি বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড হিসেবে ইমেজ গড়ে তুলে ভোক্তাদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে। এতে করে একদিকে যেমন নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে তেমনি স্থানীয় ভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিছু উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি কৃষি উন্নয়ন ও কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি সর্বোপরি এই বিশেষ প্রজাতির মরিচটি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। আমরা জানি গুড়ামরিচ বাজারজাতকরণে বর্তমানে বাংলাদেশের বেশ কিছু বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মসলা জাতীয় পণ্য প্রক্রিয়া জাতকরণের মাধ্যমে দেশীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও সফলতার সাথে বাজারজাত করছে। সরেজমিনে দেখা যায় এসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় কৃষকদের দাদন দিয়ে কিংবা এজেন্ট নিয়োগ করে স্থানীয় বাজার হতে কাঁচামাল সংগ্রহ করে থাকে। বিশেষ করে হাটহাজারীর মিষ্টি মরিচটির প্রতি তাদের নজরদারি রয়েছে। কারণ ঐতিহ্যবাহী এ মিষ্টি মরিচ চট্টগ্রামসহ ঢাকা শহরে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তবে বর্তমানে এই মরিচের গুড়া স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াজাত করে স্থানীয় ভাবেই বাজারজাত করা হয়। এসব কোম্পানী সীমিতকারে প্যাকেটজাত করে বিক্রি শুরু করলেও বাজারে তা পর্যাপ্ত নয়। এছাড়াও সাধারণ অনেক গৃহস্থ বা আগ্রহী ক্রেতাগণ স্থানীয় বাজার হতে লাল মরিচ সংগ্রহ করে নিজেরাই মিলে গুড়া করে থাকে। আবার দেখা যায় বাজারের গুড়া লাল মরিচের সাথে ইটের গুড়া কিংবা অন্য জাতের মরিচের গুড়া মিশিয়ে এবং বিভিন্ন ধরণের অসাধু উপায়ে ওজন বৃদ্ধি করার ফলে স্বাদে ও গুনগতমানের দিক থেকে তা নিম্নশ্রেণীর হয়ে থাকে। অনেক সময় তাতে ক্রেতাদের আস্থা সংকটের মুখেও পড়তে হয়। ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে এ মরিচের মানসম্পন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ নিশ্চিত করে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করা সম্ভব। আশা করা যায় উদ্যোগগুলো সফলতার মুখ দেখবে। PACE প্রকল্পের সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম বলেন, আমরা হাটহাজারী লাল মিষ্টি মরিচকে ব্র্যান্ডিং করার লক্ষে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য প্রর্দশনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে, সমস্যাভিত্তিক আলোচনা করছি, ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। পিকেএসএফ কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের ধারণাপত্রেও দেখা যায় বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিকল্প বাজার সংযোগ স্থাপনেরও উদ্যোগ রয়েছে। তাই ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ডের আওতায় মরিচ প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা করা গেলে এ সাব-সেক্টরে প্রতিযোগীতা সৃষ্টি সম্ভব হবে নিশ্চিত। কৃষকদের নতুন নতুন প্রযুক্তি, বাজার তথ্য এবং অনুবিদ্ধ সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে। নিজস্ব সাপ্লাই চেইনের পাশাপাশি পিকেএসএফ-এর প্রকল্পের আওতায় ই-কমার্স সার্ভিসের মাধ্যমে পণ্যের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বাজারে ব্রান্ডিং ও

বাজারজাতকরণ করার পরিকল্পনার বিষয়টিও ধারণাপত্রে রয়েছে। পিকেএসএফ প্রণীত PACE প্রকল্পের ধারণাপত্রে আরো দেখা যায় মরিচটি শুধু সু-স্বাদু নয় বরং বিভিন্ন গুণাগুণে ভরপুর। তার মধ্যে কিছু গুণাগুণ উল্লেখ করার মতো। গুণাগুন গুলোর মধ্যে রয়েছে;

- **এন্টিঅক্সিডেন্ট:** কাঁচা মিষ্টি মরিচে পর্যাপ্ত পরিমানে ভিটামিন-সি থাকে যা একটি শক্তিশালী এন্টিঅক্সিডেন্ট। এন্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের ফ্রি রেডিকেলস ধ্বংশ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার সুরক্ষা প্রদান করে। এটি ক্যানসার কোষ সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করে।
- **শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সুরক্ষা:** মিষ্টি মরিচ ভিটামিন কে-১ শরীরের কিডনী, হাড় এবং রক্তের কার্যকারীতা সচল রাখতে সাহায্য করে।
- **শক্তি বিপাকে সহায়তা:** মিষ্টি মরিচ ভিটামিন বি-৬ সমৃদ্ধ হওয়ায় তা শরীরের বিপাকীয় ক্রিয়ার জন্য ভূমিকা রাখে।
- **হৃদরোগের ঝুঁকি কমানো:** এটিতে পর্যাপ্ত পটাশিয়াম থাকায় তা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে।
- **বিটা ক্যারোটিন:** লাল মরিচ বিটা কারোটিন সমৃদ্ধ বলে এটি ভিটামিন-এ এর অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করে।
- কাঁচা অবস্থায় এ মরিচে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি থাকে।

ধারণাপত্রে আরো বেশকিছু বিষয় উঠে আসে, যা পাঠকের অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করা যায়। আমরা জানি বাংলাদেশ একসময় খাদ্যশস্য ছাড়াও অর্থকরী ফসল হিসেবে খ্যাতি ছিল; সোনালি আঁশের পাট, রেশম এবং মসলা উৎপাদনে। উৎপাদিত এসব কৃষিপণ্যকে কেন্দ্র করেই এতদাঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বিশ্ববিখ্যাত প্রাচ্যের ডান্ডি, সিল্করুট এবং স্পাইসরুট। মসলা চাষাবাদ কৃষিক্ষেত্রে একটি ভিন্নতর অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একসময় বাংলাদেশসহ গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ 'মসলার দেশ' নামেই পরিচিত ছিল। তৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় জল পথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশসহ আমেরিকায়ও এ মসলা সরবরাহ করা হতো। বাংলাদেশে বর্তমানে হলুদ, মরিচ, আদা উৎপাদনে এগিয়ে রয়েছে। হলুদ ও আদার তুলনায় মরিচ উৎপাদন কম যা আমাদের চাহিদার তুলনায়ও অনেক কম। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এসব মসলা জাতীয় ফসল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা চাষাবাদে বা সুসংহত বাণিজ্যিক ভিত্তি না থাকাতে আশানুরূপ উৎপাদন হচ্ছে না। ধারণাপত্রে দেখা যায় দেশে উৎপাদিত এসব মসলার মোট গড় উৎপাদন বছরে প্রায় ২০ লাখ টন, কিন্তু বছরে অভ্যন্তরীন চাহিদা রয়েছে প্রায় ৩২.৫ লাখ টন। অতিরিক্ত ১২.৫ লাখ টনের চাহিদা পূরণ করতে প্রতিবছর প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার পিঁয়াজ, কালোজিরা ও দারুচিনিসহ বিভিন্ন মসলা পণ্য আমদানী করতে হয়। এর মধ্যে কেবলমাত্র মরিচ উৎপাদিত হয় ১২ লাখ টনের মত। দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রধানত ভারত থেকে বিপুল পরিমানে গুড়া মরিচ আমদানী করতে হয়। গত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে শুধু ভোমরা স্থল বন্দরের মাধ্যমে ভারত হতে ৬,৩২০ মে. টন মরিচ আমদানী করা হয়। মরিচ হল মসলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা সারা বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। পিকেএসএফ কর্তৃক প্রনীত ধারণা পত্রে আরো উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশের মোট মরিচ চাষ কৃষকের মধ্যে প্রায় ২৩% কৃষক চট্টগ্রাম জেলার। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে রবি ও খরিপ মৌসুমে মোট ৭২১৪ ও ১১৪ একর জমিতে মরিচ চাষ হয় এবং উৎপাদন যথাক্রমে ৭২১২ ও ৪০ মে.টন। প্রত্যেক ফসলের জন্য দেশের কিছু বিশেষ অঞ্চল সমাদৃত তদ্রুপ চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী অঞ্চলও ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি মিরিচ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নভুক্ত গ্রামে সবজির পাশাপাশি বেশী পরিমানে মরিচ উৎপন্ন হয়ে থাকে। হাটহাজারীর মিষ্টি মরিচের মতো বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এরকম অসংখ্য বিশেষ গুণাগুণসম্পন্ন শষ্য রয়েছে যা এখনো অজ্ঞাত রয়ে গেছে। এজন্য শুধু হাটহাজারী নয় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে উৎপাদিত বিশেষ বিশেষ শষ্যগুলোকে চিহ্নিত করে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি এভাবে সংরক্ষণে উদ্যোগ নেয়া হয়, উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি নিশ্চিত করে উন্নত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি একেকটি ব্র্যান্ডিং করা সম্ভব হয় তাহলে দেশিয় বীজ সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকেরা উপকৃত হবে। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষায় যেমন ভূমিকা রাখবে তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এধরণের প্রকল্প/কার্যক্রম দেশব্যাপি সম্প্রসারণে পিকেএসএফ বা সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান গুলোকে আরো বেশী মনোযোগী হয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া আবশ্যক।

এম.এল. রহমান এর ১৮ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

গত ০১ আগস্ট বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা ও সমাজসেবক মরহুম লুৎফুর রহমানের ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল, লায়ন্স ক্লাবসহ বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমৃত্যু সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঘাসফুল এর উদ্যোগে এ দিন সকাল ১০.০০টায় আমিরবাগস্থ প্রধান কার্যালয় কোরানখানি, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য ১৯৭২ সালে মরহুম লুৎফুর রহমানের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ঘাসফুল উন্নয়নযাত্রা শুরু করে। মরহুমের ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ঘাসফুল পরিবার তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। মরহুম লুৎফুর রহমান ১৯২৫ সালে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশা গত জীবনে একজন খ্যাতনামা কর-উপদেষ্টা ছিলেন। উল্লেখ্য বন্ধুবৎসল জনাব রহমান ২০০০ সালের ০১আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

ঘাসফুলে ইন্টার্ণশীপ সম্পন্ন করেছে দুই শিক্ষার্থী

গত তিনমাসে ঘাসফুলে দুইজন শিক্ষার্থী ইন্টার্ণশীপ সম্পন্ন করেন। শিক্ষার্থী দুইজন হলেন; থাইল্যান্ডস্থ ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড কলেজ এর ছাত্র মং হলা শ (Moung Hla Shwe) ও চট্টগ্রামস্থ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর ছাত্রী রাইসা আলম। ইন্টার্ণশীপ কালে তারা ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র (সিডিসি), কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম (সিএইচপি), ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিদর্শন করে হাতে-কলমে উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে। তারা সংস্থার বিভিন্ন উপকার-ভোগীদের দৈনন্দিন জীবন, ইতিবাচক পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে মত-বিনিময় করে এবং ইন্টার্ণশীপ প্রতিবেদন দাখিল করে। উল্লেখ্য এ পর্যন্ত বহু শিক্ষার্থী/গবেষক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বনামধন্য কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঘাসফুলে ইন্টার্ণ করতে আসেন এবং সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে-কলমে শিখে যান।

সহকর্মী মাহাবুবা ইউনুসের অবসর গ্রহণ

ঘাসফুল এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভুক্তিকরণ বিভাগের দীর্ঘদিনের কর্মী মাহবুবা ইউনুস গত ৩১ জুলাই পূর্ণমেয়াদ চাকুরী সম্পন্ন করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে ঘাসফুলে ফিল্ড অফিসার (এফ.ও) পদে যোগদান করেন এবং জুলাই' ২০১৮ পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছর ধরে কাজ করেন। দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন। গত ১আগস্ট সংস্থার পক্ষ থেকে তাকে বিদায়ী সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত সহকর্মীগণ তার আনন্দময় জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। মাহবুবা ইউনুস এর বিদায়বেলায় ক্রেস্ট প্রদানকালে ঘাসফুল এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জুলাই-সেপ্টেম্বর'১৮ তিন মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

নাম ও পদবী	সময়কাল	বিষয়	আয়োজক	স্থান
মোহাম্মদ সেলিম, ব্যবস্থাপক	২১-২৩ জুলাই	Service Provider on Biogas	GIZ	RDA
আবুল কালাম, সহকারী কর্মকর্তা	২২-২৫ জুলাই	ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা	পিকেএসএফ	আইএনএম
সাজাদ্দ হোসাইন, সহকারী ব্যবস্থাপক হায়দার আলী, সহকারী ব্যবস্থাপক	২২-২৬ জুলাই	Internal Audit for Operation of NGO	পিকেএসএফ	পিকেএসএফ
সিরাজুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক	২৫-২৬ জুলাই	Child labour Protection	BSAF	DK
সিরাজুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক	১৬-২০ সেপ্টেম্বর	Environment & Climate Change : The Legal Perspective	BELA	BELA
মো: শরীফ হোসেন মজুমদার জুনিয়র অফিসার (এমআইএস)	১৬-২০ সেপ্টেম্বর	Procurement & Inventory Management	পিকেএসএফ	পিকেএসএফ
মোহাম্মদ আরিফ,সমন্বয়কারী শারমিন আক্তার,এসডিও	২৬-২৭ সেপ্টেম্বর	সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা	পিকেএসএফ	পিকেএসএফ

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে

মেখলে স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ধারাবাহিকতায় স্থানীয় নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী এক স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য এ কর্মসূচি'র মাধ্যমে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন করে একটি সমৃদ্ধ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে ঘাসফুল। গত ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে মেডিসিন, মা ও শিশু এবং ডায়াবেটিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদ্বারা ও চট্টগ্রাম লায়ন্স হসপিটাল এর মেডিকেল টিম কর্তৃক চক্ষু চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এ ক্যাম্পে সীমিতকারে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রোগীদের মাঝে ঔষুধও বিতরণ করা হয়। দিনশেষে ক্যাম্পে ৬৪৭ জন রোগী স্বাস্থ্য ও চক্ষুসেবা গ্রহণ করে। এছাড়াও মেখল ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির এক'শ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এদিন সকালে স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ক্যাম্প এর উদ্বোধন করেন নগেন্দ্র নাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু রনজিত কুমার নাথ। উদ্বোধন কালে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক আবেদা বেগম, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল এর অধ্যক্ষ হুমায়রা কবির চৌধুরী, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের সহাকারী ব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম উদ্দিন, শাখা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ওসমান, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন প্রমূখ।

গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বিশেষ চক্ষুক্যাম্প সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় গত ১০ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে প্রকল্প কার্যালয়ে এক বিশেষ চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এ বিশেষ চক্ষুক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন চট্টগ্রাম লায়ন্স দাতব্য চক্ষু হাসপাতালের কনসালটেন্ট ডাঃ জয়নাল আবেদীন, প্যারামেডিক রেজাউল করিম ও এইড নার্স সুমন নাথ। এছাড়াও ক্যাম্পে আগত রোগীদেরকে ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অনিক বড়ুয়া ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করেন। এতে সর্বমোট ১৩৮ জন রোগী চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে যার মধ্যে ২২জন প্রবীণকে ছানি অপারেশন ও ১৯ জনকে চশমা ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করা হয়। স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গদের উপস্থিতিতে ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মুজিব। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অর্ন্তভূক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক আবেদা বেগম, গুমান মর্দ্দন ইউপি মেম্বার বিন্দু ভূষণ বড়ুয়া, ছৈয়দ জাহেদ হোসেন, সাবেক মেম্বার রাজু, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির কোষাধ্যক্ষ নুরুল হুদা কমান্ডার, সাবেক প্রবীণ

ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি হাজী মনির আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ সুলতানুল আলম চৌধুরী এবং নতুন প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি সরোয়ার উদ্দিন ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ প্রমূখ।

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে প্রবীণদের জন্য বয়স্কভাতা ও ফিজিওথেরাপি সেবা

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মেখল ইউনিয়নে গত তিন মাসে একশ জন প্রবীণকে ছয়শত টাকা হারে মোট এক লক্ষ আশি হাজার টাকা বয়স্কভাতা ও তিনজন অস্বচ্ছল প্রবীণকে চার হাজার টাকা হারে মোট বার হাজার টাকা এবং মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে দু'জনকে মোট চার হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া নিয়মিত প্রবীণ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় মাসে ২বার অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৪জন প্রবীণকে ফিজিওথেরাপী সেবা প্রদান করা হয়। এ সেবা প্রতিমাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবারসহ মোট দুইদিন চালু রয়েছে। এদিকে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিন মাসে ৭৫ জন প্রবীণকে ছয়শত টাকা হারে মোট এক লক্ষ পয়ঁত্রিশ হাজার টাকা বয়স্কভাতা ও চার জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট আট হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া নিয়মিত প্রবীণ গ্রাম কমিটি, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সম্পন্ন হয়।

এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

বিবরন	তিন মাসের অর্জন		ক্রমপুঞ্জিভূত	
	মেখল	গুমান মর্দ্দন	মেখল	গুমান মর্দ্দন
স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি	৩৪৬	১৪৩	৬০৪৬	৯৫০
স্ট্যাটিক ক্লিনিকের সংখ্যা	৯৫	৪৭	১৫১৪	৬২০
স্ট্যাটিক ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	১৩১০	৫০৭	২০৯৭০	৬০০০
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	২৪	১২	৩৮৯	১৬২
স্যাটেলাইট ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	৮৫৪	৩৪৪	১১৮৪৫	৪২০৬
অফিস স্যাটেলাইট	১২	-	১২২	-
অফিস স্যাটেলাইট রোগীর সংখ্যা	৪০৯	-	৩৫৩৫	-
স্বাস্থ্য ক্যাম্প	১	-	২৭	১৪
স্বাস্থ্য ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	৪৩৭	-	১৩৯৮৩	৫৩২৬
চক্ষু ক্যাম্প	১	১	১৬	৫
চক্ষু ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	২১০	১৩৮	৩৩৬৪	১১২৭
চোখের ছানি অপারেশন	৭	১৫	২০০	৫০
চশমা বিতরণ	১৯	-	২৯৭	৯১
ডায়াবেটিক পরীক্ষা	৬৯৭	১৪৫	১২৯১৬	২১১৩
স্বাস্থ্য সচেতনতা সভা	১৯২	৭২	৪৫৯৪	১০৫৮
কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট	৮১৭	১৭০০	১০১৬৯০	১৮৬১০
ক্যাপসুল আয়রন,ফলিক এসিড ও জিংক	৪৪২৫	১৫৫৫	৫২৭২৫	২১৫৫৫
পুষ্টি কণা	৯৪৫	৪২০	২০৩০৯	৮৩৬০
ক্যালসিয়াম (মীরাকল)	৪৪০০	১২৬৫	১০২৫০	৩৩৬৫
স্যানিটারী ল্যাট্রিন	-	৩০	৫১	২৯
পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স	-	-	৩	-
শতভাগ স্যানিটেশন কার্যক্রম	-	-	৪৪৫	৩০০
গভীর নলকূপ স্থাপন	-	-	১৮	১
অগভীর নলকূপ স্থাপন	-	-	২৯	২৫
দুই কক্ষবিশিষ্ট ওয়াশরুম	-	-	১	-
রিং, কালভার্ট	-	-	২৫	৪
ড্রেন নির্মান	-	-	৩	-
কবর স্থানের সাইড ওয়াল	-	-	১	-
রাস্তার পার্শ্বে সাইড ওয়াল	-	-	১	-
পুকুর পাড়ের সাইড ওয়াল	-	-	১	-
ভার্মি কম্পোস্ট	-	-	৫৩	১০
ভিক্ষুক পুনর্বাসন	-	-	১০	৬
সবজি বীজ বিতরন	১১	-	১০১১	-
বাসক কাটিং	-	-	৩৩৯৩৮	-
গাছের চারা বিতরন	-	১০৫০	৭৯৩০	৭০৫০
বায়োগ্যাস	-	-	৫	২
সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর	-	-	৫	৯
চলমান শিক্ষা কেন্দ্র	৪০	৩৫	৪০	৩৫
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বর্তমান)	১২০০	৯৫৮	১২০০	৯৫৮

উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায়

যুব প্রশিক্ষণ, র‍্যালী, মানববন্ধন ও বৃক্ষরোপন অভিযান সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল-সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় গত ২৫-২৬ জুন গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির সকল শিক্ষক, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, শিক্ষা সুপারভাইজারসহ ৪৬ জন স্টাফ এর যুব প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। এছাড়া গত ১৮-১৯ জুলাই ৪নং ওয়ার্ডের ৩০ জন যুব নারী-পুরুষ, ১৮-১৯ আগস্ট ১নং ওয়ার্ডের ৩০জন যুব নারী-পুরুষ, ১২-১৩ সেপ্টেম্বর ৬নং ওয়ার্ডের ৩০জন যুব নারী-পুরুষ ও ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর ৭নং ওয়ার্ডের ৩০জন যুব নারী-পুরুষসহ সর্বমোট ৫টি যুব প্রশিক্ষণে ১৬৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রকল্প কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত যুব সমাজের আত্ম-উপলব্দি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারন শীর্ষক প্রশিক্ষণ গুলোতে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, যুবদের জন্য এধরণের প্রশিক্ষণ

সময়োপযোগী এক পদক্ষেপ। এটি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন পরিবর্তনের এক অনন্য শিক্ষনীয় উদ্যোগ। প্রশিক্ষণ শেষে এলাকার সাধারণ মানুষ, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মী, কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধি নিয়ে র‍্যালী ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে মানববন্ধন এবং স্থানীয় বিভিন্ন সড়কের পাশে ফলজ ও ঔষধী বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সকল আয়োজনে স্থানীয় জনসাধারনের স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ ও উৎসাহ দেখা যায়।

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পালিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পালনের অংশ হিসেবে ঘাসফুল গত ১৪ জুলাই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় নগরীর বিভিন্ন এলাকায় শিশুদের ভিটামি-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো কার্যক্রম পরিচালনা করে। এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল; পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনী, পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ফিক্সড ক্লিনিক, আগ্রাবাদ ব্যাপারী পাড়া মোড়, ছোটপুল। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মীগণ মোট ৪টি কেন্দ্রে ২৭৮০জন শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়াতে সক্ষম হয়।

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

গত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ৬৩ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। বীমা দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৩,৪২,৯৪৮/- (তের লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয়শত আটচল্লিশ) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৪,৫০,৫২১/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাচঁশত একুশ) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৩,১৫,০০০/- (তিন লক্ষ পনের হাজার) টাকা।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩০ সেপ্টম্বর ২০১৮ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৩৩২
সদস্য সংখ্যা	৬৭৯৯৩
সঞ্চয় স্থিতি	৫০০৬৩৭২৫৬
ঋণ গ্রহীতা	৫২৪৫৭
ক্রমপূঞ্জিভূত ঋণ বিতরন	১২৬১৮৬৪২৭০০
ক্রমপূঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১১৬৪১৬৯৯০৫৮
ঋণ স্থিতির পরিমান	৯৭৬৯৪৩৬৪২
বকেয়া	৩৮১৫৩০২৯
শাখার সংখ্যা	৫০

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

তিন মাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর'১৮) নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	৯৭৪
টিকাদান কর্মসূচি	৩৭৩
পরিবার পরিকল্পনা	১৯৪৪
নিরাপদ প্রসব	৭৭
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	৫৮২৮
হেলথ কার্ড	৭০০

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে। গত তিন মাসে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর, জোতবাজার, ছাতড়া ও সাপাহার উপজেলায় মোট ৮টি আইক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	৩	২৭৭	৭৫	৫৩
জোতবাজার	১	১২৭	২৭	১৪
ছাতড়া	১	১৩৩	১৯	১৯
সাপাহার	৩	২২৭	৪৯	৪৩
মোট	৮	৭৬৪	১৭০	১২৯
ক্রমপূঞ্জিভূত	১৫৭	২০৪১৪	৩৬১৬	২০৭৬

শেষের পৃষ্ঠা
● বর্ষ ২০১৮ ● সংখ্যা ০৩
● জুলাই - সেপ্টেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৭ বছর

বিএসএএফ এর নির্বাচনে ঘাসফুল এর সিইও নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) এর কার্যনির্বাহী কমিটির এবারের নির্বাচনে খাজা শামসুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত প্যানেলে সদস্যপদ প্রার্থী হিসেবে ঘাসফুলের সিইও জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা এলজিইডি ভবনের আরপিডিসি সম্মেলন হলরুমে বিএসএএফ এর ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নির্বাহী কমিটি (ইসি) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএসএএফ এর সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন নির্বাহী কমিটির ১১টি পদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদান করেন। নির্বাচিত কমিটির অন্যান্যরা হলেন- চেয়ারপার্সন: ড. খাজা শামসুল হুদা (উদ্দীপন), ভাইস-চেয়ারপার্সন: মাহাবুবুল হক, (ভিআইডিএ), কোষাধ্যক্ষ : শাহীন আকতার ডলি (নারী মৈত্রী), সদস্য : আফতাবুর রহমান জাফরী (ঘাসফুল), সদস্য: বিনোদ কৃষ্ণ মল্লিক (রাইটস যশোর), সদস্য : কে এম এনায়েত হোসেন (এসডিএ), সদস্য : জামিল এইচ চৌধুরী (এএসডি), সদস্য: আমিনুল ইসলাম বকুল (এ্যাকশান ইন ডেভেলোপমেন্ট - AID), সদস্য: শাহনাজ পারভীন (মহিলা সমাজকল্যাণ সংস্থা), সদস্য : নবী নেওয়াজ মোঃ মুজিবউদ্দৌলা সরকার (কনক সুসমাজ ফাউন্ডেশন), সদস্য : সোমিতা বেগম মিরা (RWDO), নির্বাচনে নব-নির্বাচিত কমিটি গত ২১ অক্টোবর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঘাসফুল পরিবার বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের নব-নির্বাচিত কমিটির সকলকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। এবং সংস্থার প্রতিনিধি আফতাবুর রহমান জাফরীকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করার জন্য বিএসএএফ সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

PACE প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, ইস্যুভিত্তিক সভা, প্রদর্শনী কার্যক্রম

কচুরিপানা একটি উৎকৃষ্ট সার

বন্যা কবলিত বা জলাবদ্ধ এলাকায় অব্যবহৃত কচুরিপানা বা জলজ আগাছা ব্যবহার করে ডুবন্ত জমি চাষাবাদের আওতায় আনা এবং ঐ এলাকার সবজির চাহিদা পূরণ করার জন্য পানিতে ভাসমান বেড তৈরী করে সবজি চাষ করা যায়। এখানে প্রয়োজনীয় উপকরণ বলতে যা প্রয়োজন তা হলো; কচুরিপানা, পচা/আধা পচা জলজ উদ্ভিদ, আখের ছোবড়া, টোপা পানা, বাঁশ/বেত/প্লাস্টিক সূতলী, নেট, কাঁদা মাটি, পচা গোবর ইত্যাদি। বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ভাসমান বেড তৈরীর উপযুক্ত সময়। তবে এলাকা ভেদে সারা বছরই বেড তৈরী করা যায়। গত ২৯ জুলাই ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন PACE ভ্যালু চেইন প্রকল্পের আওতায় হাটহাজারী ছিপাতলী বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইস্যুভিত্তিক এক আলোচনাসভায় এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। আলোচনা -সভার ইস্যু ছিলো; ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ। সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ছিল; ২০ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৪ জন এবং মহিলা-১৬ জন। এছাড়াও PACE ভ্যালু চেইন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, ইস্যুভিত্তিক সভা, প্রদর্শনী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। গত তিনমাসে একটি (০১)টি প্রশিক্ষণ, একটি (১)টি ইস্যু ভিত্তিক সভা (বিষয়- বন্যা কবলিত এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ), দুটি(০২)টি ভার্মি কম্পোস্ট প্রদর্শনী, পাঁচটি (০৫) ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, একটি (০১) নলেজ শেয়ারিং এক্সপোজার ভিজিট, একটি (০১) বিলবোর্ড স্থাপন এবং ছয়শত পঁচিশ (৬২৫)টি গোল মরিচের পিলার বিতরণ করা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর এবারের নলেজ শেয়ারিং এক্সপোজার ভিজিটে PACE প্রকল্পের ৯জন কর্মকর্তা খাসিয়া পল্লী, নিরালা পুনজি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে তারা উভয় পক্ষের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। **অন্যদিকে উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন (PACE Technology Project) প্রকল্পের আওতায়** হাটহাজারীতে কৃষকদের মাঝে সার বিতরণ, প্রদর্শনী এবং এক্সপোজার ভিজিট সম্পন্ন হয়। গত তিন মাসে ১৬৭জন কৃষকের মাঝে সার ও কীটনাশক বিতরণ, পাঁচ (০৫)টি ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং ১৯জন সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল ঢাকার গাজীপুরে অবস্থিত সৌদি ডেট ফার্ম ট্রিস ইন বাংলাদেশ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা দুই সংস্থার মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : **ঘাসফুল**, এমএ মঞ্জুরী, বাড়ী নং-৫/ডি, বাদশামিয়া রোড, আমিরবাগ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫
ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org